সুবর্ণ হবে প্রথম নোবেল জয়ী বাঙালি বিজ্ঞানী

আমিন মোহাম্মাদ, মাছরাঙ্গা টিভি

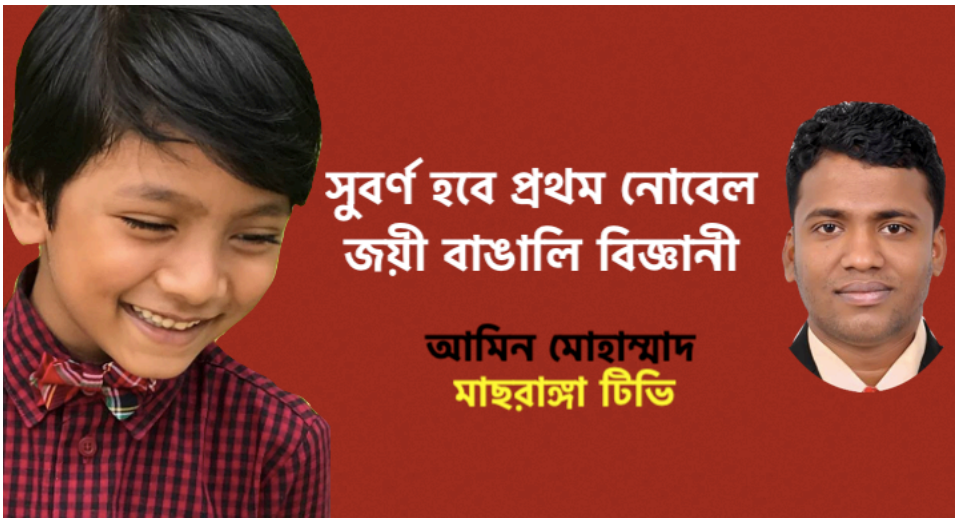

ভূমিকা:

কোন বাঙ্গালীর বিশ্ব কাপিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত নেই । সুবর্ণ এই রেকর্ড ভেঙ্গেছেন দুই বছর বয়সে । তার বয়স এখন ছয়। এই বয়সে মানুষ তাকে নিউটন এবং আইনস্টাইনের সাথে তুলনা করছে।কেউ কেউ বলছে এই বছর তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাবেন! আমি বলব নোবেল তার জন্য কিছুই না!

দুনিয়া জুড়ে যারা কবি,সাহিত্যিক,বা আবিস্কারকের বনে গিয়ে জগৎ সেরা হয়েছেন, নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তারা সেরা হতে এক যুগ বা দুই যুগ আবার অনেকে তার চেয়েও বেশি সময় নিয়েছেন! সুবর্ণ আইজ্যাক মাত্র দের বছরে সারা পৃথিবিকে নারা দিয়েছেন যা ছিল অনেকের কাছে কৌতুহল বা অভিশ্বাস্ব । হ্যা আমি ঠিকই বলছি ! প্রযুক্তির দুনিয়ায় এখন আর কোন কিছুই চাপা থাকেনা । মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চিঠির মাধ্যমে গোটা দুনিয়া ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার বদৌলতে তা হারে হারে টের পেয়েছে। দেখেছে না এটা কোন কৌতহল বা অভিশ্বাস্ব কোন বিষয় নয় । আমি বলি সুবর্ণ আইজ্যাক ইশ্বরের পক্ষ হতে এক বিশেষ নেয়ামত । মাত্র দের বছরে যে,তকমা তিনি দেখিয়েছেন তাতে নিশ্চিন্তে বলা যায়, নিউটন ও আনস্টাইনকে খুব অল্প সময়ে ছাড়িয়ে যাবেন তিনি । এবার আসুন যেনে নেই কে এই বিস্ময় শিশুর গল্প:

কে এই বিস্ময় বালক:

২০১২ সালের ৯ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পিতা রাশীদুল বারী আর মা, শাহেদা

বারীর মূখ আলোকিত করে জন্ম নেন এক বিস্ময় শিশু সুবর্ণ বারী, পুরো নাম সুবর্ণ আইজ্যাক বারী । পিতা রাশেদুল বারী পেশায় একজন শিক্ষক, যিনি বর্তমানে আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির বারুখ কলেজে গনিত শাস্ত্রের একজন অধ্যাপক এবং একইসঙ্গে নিউভিশন চার্টার হাই স্কুল ফর এডভান্সড ম্যাথ অ্যান্ড সায়েন্সে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক । সুবর্ণ তাদের দিতীয় সন্তান ।

সুবর্ণর একমাত্র বড় ভাই রিফাত আলবার্ট বারীর বয়স ১৫ বছর। তিনি ব্রুকলিন টেকের ৯ম গ্রেডের ছাত্র সেও অসাধারণ মেধার অধিকারী। ৭ টি ভাষায় কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে অভ্যস্ত। সুবর্ণ তার বাবার ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছে এবং অঙ্কশাস্ত্র ছাড়াও রসায়নের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে ধারণা নিচ্ছে। ছয় বছর বয়সী সুবর্ণ আইজ্যাক নিউ ইয়র্ক সিটি গিফট & ট্যালেন্ট প্রোগ্রাম এর ছাত্র। ২০১৪ সালে, নিউ ইয়র্কের সিটি কলেজের প্রেসিডেন্ট ড. লিসা কাইকো তাঁকে "আমাদের সময়ের আইনস্টাইন" শিরোনাম দিয়েছিলেন। ২০১৫ সালে সুবর্ণ পিএইচডি স্তরের গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছ থেকে স্বীকৃতি পায়। ইতিপূর্বে বাঙালি হিসাবে ড. মুহাম্মদ ইউনুস কেবল প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা রিকগনিশন পেয়েছিলেন।

বিস্ময় বালকের বিস্ময়কর আবিস্কার :

ঘটনার শুরু যেভাবে,একেবারে ছোটবেলার কথা শিশু সুবর্ণ আইজ্যাক বারী নিউইয়কের একটি হাসপাতালের বেডে জ্বরে কাতরাচ্ছিল। তার বাবা রাশীদুল বারী বললেন, ‘আই লাভ ইউ মোর দ্যান এনিথিং ইন দ্য ইউনিভার্স’। সুবর্ণ তার বাবাকে পাল্টা প্রশ্ন করে, ‘ইউনিভার্স অর মাল্টিভার্স?’

কলেজ শিক্ষক রাশীদুল বারী চমকে যান। কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না এই সুবর্ণ ৩ বছর বয়সে অংক, পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নে দক্ষতা দেখিয়ে সারা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দেবে। সেই সুবর্ণ ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সুবর্ণর মেধা বিস্ময় সৃষ্টি করেছে সর্বত্র। যে এখনও স্কুলেই যায়নি, সে কীভাবে জ্যামিতি, বীজগণিতসহ রসায়নের জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান দিচ্ছে এমন প্রশ্ন সকলের। মাত্র দেড় বছর বয়সে রসায়নের পর্যায় সারণীর গল্প শুনিয়েছেন তার বাবা রাশিদুল বারী।

তিনি জানিয়েছেন, ওর মা ওকে অংক শেখাচ্ছিলেন। হঠাৎ সুবর্ণ বলল, ‘ইফ ওয়ান প্লাস ওয়ান ইক্যুয়াল্টো টু, দ্যান টু প্লাস টু ইকোয়াল্টো ফোর এবং এন+এন ইকোয়াল্টো টুএন, তাই না?’ রাশীদুল বারী তখন পাশের রুমে তার ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন।

ছেলের এমন প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রাশীদুল বারী তাকে অ্যাডভান্সড ম্যাথ অ্যান্ড সায়েন্সের লেসন দেয়া শুরু

করলেন। আর এভাবেই মাত্র ২ বছর বয়সে সে রসায়নের পিরিয়ডিক টেবিল মুখস্ত করে ফেলল। এ অবিশ্বাস্য কথাটি সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'বারী সাইন্স ল্যাব' এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে এ বিস্ময়কর প্রতিভার কথা।
হই চই পৌঁছায় মেডগার এভার্স কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড পোজম্যানের কানেও। তিনি সুবর্ণর মেধা যাচাই করতে চান। সুবর্ণ পর্যায় সারণীর সবগুলো এলিমেন্ট বলে পোজম্যানকে অবাক করে দেয়। সেদিন তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, ১ বছর পর অর্থাৎ গত ২৫ নভেম্বর আবার তাকে ডেকে পাঠালেন।

এরপর ডাক পড়ে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগ থেকে। বাবা বারী তাকে নিয়ে যান ওয়াশিংটন ডিসিতে ভয়েস অব আমেরিকা স্টুডিওতে। সেখানে সাবরিনা চোধুরী ডোনা তার ইন্টারভিউ নেন এবং বছরের সেরা কনিষ্ঠ ইন্টারভিউ হিসাবে তারা এটা বাছাই করে ইংরেজী নববর্ষে পুনঃপ্রচার করেছে। এরই মধ্যে অনেকগুলো সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট করে ফলেছে সুবর্ণ। ডাক পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে।

কেমন হতে পারে বিজ্ঞানী সুবর্ণ আইজ্যাকের ভবিষ্যাৎ :

একটি চিঠিই বলে দিতে পারে কেমন হতে পারে আমাদের খুদে আইনস্টানের ভবিষ্যৎ হ্যা পাঠক, আমি মার্কিন মুল্লুকের সাবেক প্রেসিডেন্ট বরাক ওবামার সেই ঐতিহাসিক চিঠির কথা বলছি । আসুন ! একটু পরে নেই একটি ছোট্ট শিশুকে একজন রাষ্ট্র নায়ক কি ম্যাসেজ দিলো তার ঐতিহাসিক চিঠিতি -হোয়াইট হাউজের অফিসিয়াল থেকে পাঠানো ওই চিঠিতে বারাক ওবামা লিখেছেন,

'প্রিয় সুবর্ণ,

আশা করছি তুমি তোমার কঠোর প্ররিশ্রম এবং অর্জনের জন্য তুমি গর্ব অনুভব কর। তোমার মতো শিক্ষার্থী আমেরিকায় আরো দরকার, যারা স্কুলে কঠোর প্ররিশ্রম করার চেষ্টা করে, বড় স্বপ্ন দেখে এবং আমাদের সমাজের পরিবর্তন ঘটায়। আমাদের দেশ অনেক চ্যালেঞ্জ মুখোমুখি হয়। কিন্তু আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই তাহলে এসব মোকাবেলা করা কোনো ব্যাপারই নয়। তুমি তোমার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও, আমি তোমার সঙ্গে আছি। তোমার কাছে আমি অনেক বড় কিছু প্রত্যাশা করি।'

প্রেসিডেন্ট ওবামা সুবর্ণের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলেও জানান চিঠিতে।ভাবছেন কী এমন করেছে এই 'বিস্ময় শিশু' সুবর্ণ, যার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি তাকে চিঠি লিখলেন। হ্যাঁ, তার প্রতিভার কথা শুনলে অভিভূতই হতে হয়।

দায়িত্বশীল বাবা, এক অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত:

নেপোলিয়ন বোনার্পাট একবার বলেছিলেন "তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে শিক্ষিত জাতি দিবো" হ্যা বন্ধুরা ! গরুর বাচ্চা জন্ম নিলেই গরু হয় । ছাগলের বাচ্চা জন্ম নিলেই ছাগল হয় কিন্তু মানুষের বাচ্চা জন্ম নিলেই মানুষ হয়না, তাকে মানুষ বানাতে হয় । আমাদের সমাজে লক্ষ করা যায়, সন্তান জন্ম নিলেই মনে করা হয় ও মানুষ হবে, না এটা ভূল ধারনা ! ওকে আপনার মানুষ বানাতে হবে। একটা সন্তান কে মানুষ বানাতে কত সাধনা আর কত কিছু যে ত্যাগ করতে হয় । সুবর্ণ আইজ্যাকের পিতা রাশিদুল বারীকে দেখলেই তা অনুমান করা যায় । দিন-রাত সারাক্ষন যেন প্রিয় কলিজার টুকরো দু"টো সন্তানই যেন সব । হ্যা আমি সুবর্ণ আর তার বরভাই রিফাতের কথা বলছি। যাদের কে মানুষ বানাতে বাবা রাশেদুল বারী সকল আরাম আয়েশ কে হারাম করতে চলেছেন । আমরা যারা অভিভাবক,সন্তান কে মানুষ বানাতে চাই তাদের জন্য এটা হতে পারে এক অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত ।

আমাদেরও আছে জগৎ সেরা বিজ্ঞানী :

আইজ্যাক নিউটন,আর আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো জগৎ সেরা মহা বিজ্ঞানী হতে কার না মন চায়। আর সে যদি হয় এশিয়ার ছোট্র ভু-খন্ডে অবস্থিত ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের বাংলাদেশ নামক দেশের ছোট্র এক শিশুর তাহলে তো আর আনন্দের অন্ত নেই । বিজ্ঞানে নোবেল পাওয়া বাঙ্গালী মুসলিম হিসেবে সুবর্ণ আইজ্যাক বারীই হবে প্রথম সে আশা সুবর্ণই জাগিয়েছে। শিশু বয়সেই অসাধারন কারিশমা দেখিয়ে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে গোটা পৃথিবী কে নারা দিয়েছেন তিনি। এই আমি,আমরা, আমাদের দেশ কতটুকু এর মুল্য দিতে পারবো জানিনা। তবে দেশের কর্তাদের উচিৎ হবে এখনি এর যথাযথ মুল্যায়ন করা, কারন সুবর্ণরা একবার জন্ম নেয়, বার বার নয় । আমরা যেন পৃথিবীকে বলতে পারি আমাদেরও আছে সুবর্ণ।

আর্ন্তজাতিক ইস্যুতে সুবর্ণ:

অসাধারন প্রতিভার অধিকারী সুবর্ণ আইজ্যকের নাম দিন যতই যাচ্ছে ততই হোয়াইট হাউস আর ওয়াশিংটন ডিসির সীমানা পেড়িয়ে ছড়িয়ে পরছে গোটা বিশ্বে । শুধু একজন খুদে বিজ্ঞানী হিসেবে নয়, আর্ন্তজাতিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সুবর্ণ জানান দিয়েছেন,হত্যা সন্ত্রাস আর রাহাজানীর মাধ্যামে কখনো শান্তি নিশ্চিত হয়না। শান্তি নিশ্চিত হয় ক্যারিয়ার গঠন আর গভীর জ্ঞানর্জনের মাধ্যামে,এটাই শান্তির মূল চাবিকাঠি । এভাবেই সুবর্ণ নিজেকে জানান দিচ্ছে একজন আদর্শবান বাহক হিসেবেও । রোহিঙ্গা সংকট, স্বাধীন ফিলিস্তিন ইস্যু,

আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদ, বাংলাদেশের সড়ক আন্দোলন সহ বিশ্বের সকল সংকট কালিন সময়ে তিনি নিজেকে তুলে ধরেছেন মানবকল্যান কামী হিসেবে। যা তাকে নিয়ে গেছে অনেক উষ্চতায় ।

উপসংহার:

সুবর্ণ নোবেল পাবে,এমন আশা বিশ্বের সকলের । বাংলাদেশের কোটি ভক্ত তাকিয়ে আছে সুবর্ণের নোবেল পাওয়ার দিকে । শিশু বয়ষে নোবেল পাওয়াটা অস্বাভাবিক। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক নন। তিনি মুসলিম জন্য ঈশ্বরের একটি বিশেষ উপহার! তিনি ৬ বছর বয়সে হার্ভার্ড থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন! অনেকেই এটি নোবেল পুরস্কারের সাথে তুলনা করেন কারণ প্রথমবারের মতো বিশ্বের এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ছয় বছরের একটি বাঙালি শিশুর মেধার স্বীকৃতি দিলো।এটা এখন টপ অবদা ওর্য়াল্ড । হাজারো শিশু-কিশোর ও অভিভাবকরা তার নোবেল পাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রেরনা খুজবে এটাই স্বাভাবিক!

লেখক:আমিন মোহাম্মাদ, মাছরাঙ্গা টিভি, ahumar90@gmail.com